যুগান্তর

FEB. 14 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চুনারুঘাট সরকারি কলেজে নানা সমস্যা

শনিবার প্রতীক অনশন ডেকেছে ছাত্রঐক্য

আবুল কালাম আজাদ, *চুনারুঘাট থেকে*

শিক্ষক-কর্মচারী সংকট, নতুন পদ সৃষ্টিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত চুনারুঘাট সরকারি কলেজ। কলেজের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি এসব ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। গত রোববার সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য পরিষদ আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতীক অনশনের ডাক দিয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার থানাপর্যায়ে একমাত্র সরকারি কলেজ চুনারুঘাট কলেজ। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর কলেজটিতে ১৮ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৬ সালে এরশাদ সরকার আমলে কলেজটি সরকারিকরণকালে ১৮টি পদ আত্মীকরণ করা হয়। বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, গণিত, রসায়ন, পদার্থ ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয় নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে নতুন কোন বিষয় খোলা হয়নি। বর্তমানে কলেজের ইংরেজি, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, পদার্থ ও গণিত বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। বাংলা; হিসাব বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১ জন করে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। কলেজটিতে ঐচ্ছিক কোন বিষয় নেই। কলেজের লাইব্রেরিয়ান, ক্যাটালগার ও পিয়ন (বিজ্ঞান) পদ নেই। চুনারুঘাটের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে কলেজের ডিগ্রি শাখায় ৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞানে মাত্র ৩ জন শিক্ষার্থী ও কমার্সে ১৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে কলেজটিতে বিভিন্ন জন অধ্যক্ষের দায়িত্বে এসেছেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে কেউ কখনও মাথা ঘামায়নি। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ একিউএম ইব্রাহিম গত বছরের মার্চ মাসে কলেজে যোগদান করেন। তিনি জানান, কলেজের নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টি, বিষয় খোলা, শূন্য পদ পূরণ, কর্মচারী পদ সৃষ্টি ও পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি বার বার, তাদেরকে বিষয়টি অবগত করেছি কিন্তু কাজ হয়নি। কলেজের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি স্থানীয় এমপি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এসব ব্যাপারে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য পরিষদ আন্দোলন করে আসলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। বর্তমান ঐক্যপরিষদ টিএনও অফিস ঘেরাও, শিক্ষক মিলনায়তন, প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও, তালা ঝুলানো বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। তারপরও কাজ হয়নি। গত রোববার ১২টায় ছাত্রঐক্য পরিষদ কলেজ চত্বরে সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতীক অনশনের ডাক দেয়। পরবর্তী সময়ে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা লিখিত বক্তব্যে জানায়।